দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... MAR 08 2000
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB
ঢাকা বুধবার ২৫ ফাল্গুন ১৪০৬, ৮ মার্চ ২০০০

নকলের মহোৎসব ঃ শিক্ষামন্ত্রীর মন্তব্য

এসএসসি পরীক্ষায় নকলের মহোৎসব লক্ষ্য করে গোটা জাতি যখন লজ্জায় মরে যাচ্ছে, তখন খোদ শিক্ষামন্ত্রী নির্দ্বিধায় বললেন, নকল তেমন হচ্ছে না। বেশি বিক্রির জন্য সংবাদপত্র অতিরঞ্জিত করে ছাপছে। এবার নকল কম হচ্ছে। জাতীয় সংসদ ভবনে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকে স্বাভাবিকভাবেই এসএসসি পরীক্ষায় নকলের যে মহোৎসব চলছে, তা আলোচনায় আসে। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে নকল ঠেকানো যাচ্ছে না। একটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত নকল সম্পর্কিত প্রতিবেদনও তিনি কমিটিতে পাঠ করে শোনান। বিরোধী দলীয় সদস্যরা চেয়ারম্যানের বক্তব্যে একাত্মতা প্রকাশ করেন এবং সরকার দলীয় সদস্য যিনি এই কমিটির সভাপতিও তিনি নকল প্রতিরোধে প্রশাসনিক পদক্ষেপ হিসেবে কঠোর ও কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে বলে এ ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করেন। কিন্তু, শিক্ষামন্ত্রী শান্ত থাকতে পারেননি, দারুণ উষ্মা প্রকাশ করে উপরে উল্লেখিত মন্তব্য প্রকাশ করেছেন ঐ বৈঠকেই।

শিক্ষামন্ত্রীর এই প্রতিক্রিয়া, এই মন্তব্যের গূঢ় লক্ষ্য কি, আমরা জানি না। তবে, তার উষ্মা প্রকাশ, নকল তেমন হচ্ছে না বাস্তব অবস্থা তুলে ধরায়ও এবার নকল কম হচ্ছে এবং পত্রিকা অতিরঞ্জিত করে নকলের রিপোর্ট প্রকাশ করছে– এই প্রতিক্রিয়া সহজও নয়, স্বাভাবিকও নয়। কেননা, এতে রয়েছে এক ধরনের হীনম্মন্যতা– যা মানুষকে অসহিষ্ণু করে এবং সত্য গোপন করা ও অন্যের ঘাড়ে দায় চাপানোর প্রবণতায় জড়িয়ে ফেলে। শিক্ষামন্ত্রী এ তিনটি কাজই একসঙ্গে করে বসেছেন। কেন করেছেন তা তিনিই ভাল জানেন। তবে মাদ্রাসা শিক্ষা সংকুচিত করা ও তা বন্ধ করার লক্ষ্যে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ পদক্ষেপ গ্রহণে এবং আরো কোনো কোনো ক্ষেত্রে যে প্রবণতা তার পরিলক্ষিত হয়েছে, তাতে এই ভূমিকাকে ইতিবাচক মনে করা যাচ্ছে না। কেননা, এখানে স্পষ্টতঃই নকলের মতো একটি জঘন্য অপরাধ শিক্ষামন্ত্রীর মন্তব্যে পরোক্ষে প্রশ্রয় পেয়েছে। সেই সাথে তিনি সংবাদপত্রকে অশোভনভাবে আক্রমণও করেছেন। এবার এসএসসি পরীক্ষায় অবাধ নকলের যে ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে– তার খুব কম অংশই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হচ্ছে– একথা যখন সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য জনপ্রতিনিধিরা বলছেন এবং বোর্ডের খোদ চেয়ারম্যান বলছেন যে, অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে নকল ঠেকানো যাচ্ছে না; তখন শিক্ষামন্ত্রী এই জঘন্য অনুশীলনের পক্ষাবলম্বনই শুধু করেননি; বরং, সংবাদপত্রের প্রতিও অসত্য দায় চাপিয়ে দিতে চেয়েছেন। এই শেষোক্ত তৎপরতা কি পরীক্ষায় নকল প্রবণতা রোধে বর্তমান সরকারের ব্যর্থতা নিরসন করতে পারবে বলে শিক্ষামন্ত্রী মনে করেন?

নাকি, তার এই মন্তব্য সেই বিশ্বখ্যাত উদ্ধৃতিটিই জনগণকে স্মরণ করিয়ে দেবে যে, 'রোম যখন আগুনে পুড়ছিল, নীরো তখন বাঁশি বাজাচ্ছিলেন'।

শিক্ষামন্ত্রীর এই মন্তব্য ও অবস্থান গ্রহণের মধ্যে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যদি সরকারের মনোভাব প্রতিফলিত হয়ে থাকে; তাহলে, বিষয়টি গুরুতর হিসেবে গণ্য হবে। কেননা, নকলের এই মহোৎসব দেশে পরীক্ষা পদ্ধতিকে বিনষ্ট করবে এবং তাতে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাই বিপন্ন হয়ে পড়বে। এমনিতেই সেশন জট, ভর্তি সংকট, নানা ছুতানাতায় ক্লাস বন্ধ– ইত্যাদির দরুন সামর্থ্যবান লোকজন ছেলে-মেয়েদের পড়ার জন্য বিদেশে পাঠাচ্ছেন এবং লাখ লাখ ছাত্র-ছাত্রী বিদেশে বিশেষ করে, প্রতিবেশী দেশে পড়ছে। এতে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হচ্ছে এবং সবচেয়ে বড় কথা, দেশের শিক্ষা বিদেশ-মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ছে। ফলে জাতীয় আবেগ- অনুভূতি, চিন্তা-চেতনা বিচলিত হয়ে পড়াটাই স্বাভাবিক। কাজেই, নকলপ্রবণতা প্রশ্রয় পেতে পারে বা উৎসাহিত হতে পারে এবং শিক্ষার মানে অবনতি ঘটতে পারে– এমন যে কোনো মন্তব্য বা তৎপরতা পরোক্ষে হলেও জাতীয় স্বার্থবিরোধী হিসেবে গণ্য হতে বাধ্য। আর শিক্ষামন্ত্রীর মতো সর্বোচ্চ দায়িত্বশীল ব্যক্তির এহেন মন্তব্য ও অবস্থান গ্রহণতো আরো গুরুতর হিসেবে গণ্য হবে। চোখ বন্ধ করে রেখে সূর্যের আলো নেই বলে আত্মতৃপ্তি লাভ করা যায়, কিন্তু, তাই বলে সূর্যের আলো না-ই হয়ে যায় না। এবার পরীক্ষায় নকল যেভাবে হচ্ছে– তা যে কতটা ক্ষতিকর তার কিছুটা ফুটে ওঠেছে শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের মন্তব্যে। কিন্তু, শিক্ষামন্ত্রী বিষয়টি সাদা চোখে না দেখে দেখেছেন রাজনীতির চশমা চোখে দিয়ে। ব্যর্থতা স্বীকার করার মধ্যে কোনো লজ্জা নেই যদি ব্যর্থতার নিরিখে উপযুক্ত পদক্ষেপ গৃহীত হয়। এটা শিক্ষামন্ত্রীর অজানা– তা কি করে ভাবা যায়? তিনি সংবাদপত্র সম্পর্কে যে মন্তব্যটি করেছেন, তাতেও বর্তমান রাজনীতি প্রভাবিত দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে। ব্যর্থতা ঢাকার জন্য পত্র-পত্রিকার ওপর দায় চাপানোতে কোনো মহত্ত্ব নেই; বরং, এতে করে ব্যর্থতাই বড় হয়ে উঠবে দেশবাসীর চোখে। কেননা, তারা পরীক্ষায় নকলের মহোৎসব প্রত্যক্ষ করছেন। কাজেই, উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করে পরীক্ষাকে নকলমুক্ত করুন– এটাই দেশবাসীর কাম্য।